# বন্যা কবলিত ও বন্যা পরবর্তী এলাকায় খামারী/কৃষক ভাইদের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির জন্য করণীয়

* গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগিকে যথা সম্ভব উচু ও শুকনা জায়গায় এবং সম্ভব হলে মাঁচা বা বেড়া দিয়ে নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। ত্রিপল ব্যবহার করে অস্থায়ী তাবু বা শেড নির্মাণ করে রোদ, বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
* গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য জরুরী পশুখাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিজেদের আহারের উদ্বৃত /উচ্ছিষ্ট খাদ্য নষ্ট না করে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগিকে দিতে হবে।
* অসুস্থ গবাদিপশু ও হাস-মুরগিকে জরুরী চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে হবে এবং স্থানীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর বা ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের সহায়তা গ্রহণ করতে হবে।
* জরুরী খাদ্য হিসেবে বাশের পাতা, কলার পাতা,শেওড়া পাতা, কচুরিপানা,বা স্থানীয় অন্যান্য পশুখাদ্য যেমনঃ- গমেরভূষি,ডালের ভূষি, ভাতের মাড়,চাল ধোয়া পানি পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।
* বন্যাকালীন সময়ে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির সাময়িক বাসস্থান নিয়মিত পরিস্কার ও জীবানুমুক্ত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
* বন্যাকালীন গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির মৃত্যু ঘটলে তাৎক্ষনিক প্রাণিসম্পদ বিভাগ/ ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিকে সংবাদ জানাতে হবে।
* মৃত গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি সমূহকে মাটির নীচে পুতে ফেলার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
* যে সমস্ত এলাকায় বন্যার পানি এখনও প্রবেশ করে নাই সে সমস্ত এলাকায় আগাম সতর্কতা হিসেবে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির টিকা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
* খড় সমুহ যাতে নষ্ট না হয় সে জন্য উচু স্থানে বা গাছের ডালায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
* কাঁচা ঘাস, সাইলেজ, হে, শুকনা খড় আপদকালীন সময়ে ব্যবহারের জন্য মজুদ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
* বন্যার পানিতে ডুবে যাওয়া খড় বা কাঁচা ঘাস পরিস্কার পানিতে ধুয়ে খাওয়াতে হবে।
* বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর গজানো নরম কচি ঘাস গবাদিপশুকে খাওয়ানো যাবেনা। এ ঘাস খাওয়ালে গবাদিপশু নাইট্রেট বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে দ্রুত মৃত্যু ঘটবে।
* বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে প্রাণিসম্পদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগিকে প্রতিশোধক টিকা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।